কথা ছোট বিস্ময় অগাধ

দীনবন্ধু দাস

শেক্সপিয়ারকে নিয়ে এত বেশি লেখালেখি হয়েছে যে তাঁর সম্বন্থে নতুন করে বলার বিশেষ পিছু নেই। তবু একটা বিষয় নিয়ে কিছু লেখার লোভ সামলাতে পারছি না। তা হল শেক্সপিয়ারের চিন্তাভাবনা ও অনুভবের বিশাল জগৎ, যা তাঁকে অফ্‌ট্‌কোটেড্‌ লেখক করেছে।

মনীষী দার্শনিক বলে তাঁর কোনও পরিচিতি নেই। ব্যাসদেব, ভলতেয়ার, লিও টলস্টয়, বার্নার্ড শ, ব্রেশট এবং রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিকতা করার চেষ্টাও করেননি। তবে তিনি এমন অল্প কথায় এমন সব দুর্দান্ত মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন, যা দেশে-বিদেশের দিকপাল বিশেষজ্ঞদেরও বিস্তিত স্তম্ভিত করছে। শ যাকে বলছেন—Pregnant observations on life (সূত্র Man and superman নাটকের ভূমিকা)।

ছোট ছোট কথা। কিন্তু বিস্ময় অগাধ। মাধুরীও অতলান্ত। ডুবুরির তুলে আনা মুক্তোর মতো হৃদয় নিংড়ানো সব কথা। আর উপস্থাপনার এমনই বাহার, বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না।

প্রাচীন গ্রিক মনীষীরা জীবনটাকে সামগ্রিকভাবে দেখার কথা বলতেন—to see life steadily and as a whole, যেটা শেক্সপিয়ার সম্ভবত গ্রিকদের চেয়ে ভালভাবে করেছিলেন। দার্শনিক ছিলেন না বটে, শিল্পীর দায়বদ্ধতার কথাও বলেননি। কিন্তু তাঁর ছিল বিজ্ঞানীসুলভ অত্যাশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তি, দার্শনিকসুলভ অবিশ্বাস্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি। সর্বোপরি জীবনটাকে সামগ্রিকভাবে দেখা এক রসিক কবির দরদি অনুভব। যা প্রায় সূর্যের আলোর মতন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গিয়ে পড়েছে, আর আমরাও জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে তাঁকে নিয়মিত 'কোট' করে যাচ্ছি, কতকটা যেন বাধ্য হয়ে। কেননা ও জিনিস অত অল্প কথায় অমন সুন্দর করে আর কেউ তো বলে উঠতে পারেননি। যেমন চিন্তা- চেতনার চমৎকারিত্ব, তেমনই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের পারিপাট্য। দু'-তিন টাচে কি যাদুই না সৃষ্টি করেছেন: এমন সব কথা যার প্রাসঙ্গিকতা ফুরোয়নি। এখনও। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভগে ভাগ করা যায়। যথা জীবনজিজ্ঞাসা, মনস্তত্ব, শিল্পকলা, ইতিহাসচেতনা, আইন ও বিচারব্যবস্থা, মূল্যবোধের মণিমাণিক্য, জীবনরঙ্গ এবং প্রতিবাদী ভাবনা। প্রথমে জীবন জিজ্ঞাসার জটিল প্রসঙ্গে আসা যাক।

ক। মহাজাগতিক বিস্ময়—

There are more things in heaven and earth
Than are dreamt of in your philosphy. (Hamlet)

বাস্তবিক আমাদের এই অতি পরিচিত পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস ঘটে, সব সময় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। যেমন ব্যক্তিমানুষের ভাগ্যরহস্য। যা প্রায়ই আমাদের ধাঁধায় ফেলে দেয়।

ক। মনুষের ভাগ্যরহস্য—১

There is a divinity that shapes our cnd
Rough hew them how you will. (Hamlet)

নিজেকে যে যতই বড় ভাবুক, ব্যক্তিমানুষ আসলে বড় দুর্বল, বড়ই পরনির্ভর। জীবনও সদা অনিশ্চয়তায় ভরা। কিছুই ঠিক নেই। কখন যে কী ঘটে যায়। এমনকী সৌভাগ্যের মধ্যে দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্যের সূচনা হতে পারে। কখনও ভুলভ্রান্তিও বেশ মজার হয়—

Our indiscretion sometimes serves us well,
when our deep plots pall. (Hamlet)

আসলে ব্যক্তিমানুষের সীমাবদ্ধতা এত বেশি যে অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা জিনিস শুরু করতে পারে কিন্তু শেষ করাটা তার হাতে থাকে না।

Our thoughts are ours.
Their ends are none of our own. (hamlet)

কারণ মানুষ তো কেবল নিজের কর্মফল ভোগ করে না, তাকে আরও অনেকের কর্মফল ভোগ করতে হয়। যে ব্যাপারটা প্রায়ই তার মাথায় থাকে না। তাই সফল হলে খুশিতে ডগমগ করে। বাহবা দেয় নিজেকেই। আর ব্যর্থ বিফল হলে দোহাই পাড়ে ভাগ্যের। অদৃষ্টের পরিহাস মনে করে। কিংবা কোনও দুষ্ট দেবতার খেয়াল।

As flies to the wanton boys
So are we to the gods.
They kill us for their sport. (King lear)

আবার এমন লোকও আছে, যারা ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির মজাটা অনুভব না করে পারে না—

The gods are just,
And of our pleasant vices make instruments
To plague us. (King Lear)

আবার অন্যরকম অভিজ্ঞতাও আছে। মানুষের জীবনে বিবেক বা শুভবুদ্ধির ভূমিকা। কেননা বিবেক আনে

ন্যায়-অন্যায় বোধ। নানান ভয়ভাবনা। যা হ্যামলেটের ক্ষেত্রে ঘটেছে- Thus conscicnce makes cowards of us all.

ভেবেচিন্তে কাজ করা দোষ নয়, গুণ। অথচ হ্যামলেটের জীবনে সেটাই প্রলয়ঙ্কর হয়েছে। দুষ্ট রাজা তাকে হত্যার ফুল প্রুফ চক্রান্ত এঁটেছে। আর হ্যামলেট তাকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে।

ওথেলোর ব্যাপার আবার ঠিক উলটো। কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করেই স্রেফ সন্দেহের বশে প্রিয়তমা স্ত্রীকে খুন করেছে। আর বড়ই তাড়াহুড়ো করে করেছে। সত্যিকথা বলতে কি, যদি হ্যামলেটের জায়গায় ওথেলো, আর ওথেলোর জায়গায় হ্যামলেট থাকত, তাহলে দু'দুটো মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত।

মানুষের ব্যক্তিগত দোষ দুর্বলতা যে কতদূর বিধ্বংসী হতে পারে, তার মর্মান্তিক নজির ম্যাকবেথ। আমাদের মধ্যেও এমন লোক প্রচুর, যারা নিজেদের অন্যায় অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাড়াবাড়িতে নিজের ও অন্যের জীবনে অশেষ দুর্গতি বয়ে আনে। ভুল যখন ভাঙে আক্ষেপের সীমাপরিসীমা থাকে না। যা ম্যাকবেথ করেছে—

Life's but a waliking shadow;a poor player.
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more; it is a tale
Told by an indot, full of sound and fury
signifying nothing (Macbeth)

আবার অন্যরকম ভাবনাও আছে। বোদ্ধা বিচক্ষণ মানুষের ভাবনা। যাঁরা আবেগে ভাসতে চান না। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে ফালতু হা-হুতাশ করেও পরিস্থিতি জটিল করতে চান না। বরং পুরুষকারে ভর করে সংকটমুক্তির উপায় খোঁজেন। যা কেসিয়াস করেছে।

Men at sometimes are masters of their fates.
The fault. dear Brutus, is not in our stars,
But in oursevlves that we are underlings (Julius Caesar)

আর যাঁরা সত্যিকার পুরুষকারে বিশ্বাস করেন, তাঁরা তো ভাগ্যের ভরসায়, সুদিনের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারেন না। আর তাই ব্রুটাস বলেন—

There is a tide in the affairs of men.
Which taken at the flood. leads on to fortune.

মানুষের জীবনেও যে জোয়ার ভাটার খেলা চলে এবং জোয়ারের সময় যে সুবিধা পাওয়া যায়, ভাটার সময় তা মেলে না। ব্রটাস তা ঠিকই বুঝেছিলেন। মুশকিল হল, একপেশে চিন্তার ফলে তাঁর হিসাবে ছিল ভুল। তাঁর জীবনে তখন প্রবল ভাটার টান। আর জোয়ারের সময়কার কৌশল ভাটার সময় খাটবে কেন? কিন্তু ব্রুটাস তা বোঝেননি। কেসিয়াসের বারণও শোনেননি। হ্যামলেটের মতো নিজের বাগ্মিতায় ভেসে গেছেন। আগবাড়িয়ে আক্রমণে গিয়ে শত্রুপক্ষের সুবিধা করে দিয়েছেন এবং সদলবলে ধ্বংস হয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, পুরুষকারই যথেষ্ট নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী বুদ্ধি করে, হিসাব করে চলতে হয়। যা হ্যামলেট ব্রুটাস কোরিওলেনাসরা পেরে ওঠেননি। বংর বুদ্ধির দোষে বহুত তকলিফ করে জীবনটাকে বোকার গল্প করে তুলেছেন।

দুই
মনস্তত্ব

শেক্সপিয়ারই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সাহিত্যিক যাঁর লেখায় নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিষয়গুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিচার করা হয়েছে। যেমন, ডেসডিমোনার মতো এক পরমা সুন্দরী ওথেলোর মতো এক কদাকার দৈত্যকে ভালবেসে বিয়ে করার প্রসঙ্গটি। ব্যাখ্যাটা ডেসডিমোনার মুখেই শোনা যাক—

I Saw Othello's visage in his mind. কথায় বলে, Beauty is in the eye of the beholder. এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ওথেলোর ছোট থেকে বড় হবার কাহিনি তো নিছক এক সফল সেনানীর কাহিনি নয়, শৌর্যও মহত্ত্বেরও কাহিনি। যা শুনে বালিকার মনে যে শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল, তাই পরে প্রকৃতির নিয়মে অকৃত্রিম প্রণয়-অনুরাগে পরিণত হয়েছে। ওথেলোর রূপের অভাবটাও তাতে তেমন বাধা হয়ে উঠতে পারেনি।

আসলে আমদের এই অবুঝ আবেগ-ভোলা মনটা থেকে থেকে কত না বিস্ময় সৃষ্টি করে। সুন্দর-অসুন্দরের প্রণয়-অনুরাগও তেমনই এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। যাতে আবেগ যুক্তিকে দেয় উড়িয়ে, আর হৃদয় হিসাবি দুনিয়ার লাভক্ষতির ব্যাপারটিকে পাত্তাই দেয় না।

মনুষ্যচরিত্রের এই বহুমুখী বিস্ময়ের প্রসঙ্গটি এক বিশেষ ঐতিহাসিক মাত্রা পায় যখন হ্যামলেট বলে —What a piecc of work is man!... বাস্তবিক, মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ, দোষ ও গুণ, প্রেম ও প্রতিহিংসা, মমতা ও বিদ্বেষ, সব মিলিয়ে সৃষ্টিধর্মী ও ধ্বংসাত্মক জিনিসের কী আশ্চর্য সহাবস্থান! বিভিন্ন চরিত্রের বৈপরীত্য তথা ডুয়ালিটির সমস্যাটা শেক্সপিয়ার এভাবেই দেখেছেন। Human contrariness, specially tragic duality জিনিসটা অবশ্য বিশ্বসাহিত্যে নতুন নয়। শেক্সপিয়ারের আগেও ছিল। যেমন সফোক্লিসের 'ঈডিপস' নাটকে। যা থেকে সুবিখ্যাত ঈডিপাস কমপ্লেক্স থিয়োরির উৎপত্তি। কিন্তু এতে ফ্রয়েডীয় বিচার রীতির মাত্রাতিরিক্ত সেক্সনির্ভর একপেশে ঝোঁকটাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

সমস্যাটিকে শেক্সপিয়ারই সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম মানবিক সম্পর্কের বিশ্বজনীন পটভূমিতে উপস্থিত করেন। ফলে তাঁর বিয়োগান্ত কাহিনিগুলি এই বিশেষ পরিবেশনার গুণে এবং উপস্থাপনার বৈচিত্রে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা হাভ করেছে।

হ্যামলেটের কথাই ধরা যাক। নাটক জুড়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত এক মানুষের প্রতিচ্ছবি। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় কিন্তু চিন্তায় চিন্তায় কাজের কাজটাই করে উঠতে পারে না। নানান ভাবনায় কাজের ইচ্ছেটাও মরে যায়—

And thus the native hue of resolution

Is sickiled ovr by a pale cast of thought.

যথারীতি এর ফল ভাল হয় না। হ্যামলেটের জীবনেও হয়নি।

ট্র্যাজিক ডুয়ালিটির আর এক স্মরণীয় নজির Julius Caesar নাটকের ব্রুটাস চরিত্র, চিনি একরকম বাধ্য হয়ে প্রিয়বন্ধু সিজারের হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছেন। স্পষ্টতই তাঁর মধ্যে বন্ধুপ্রীতির চেয়ে দেশপ্রেম, রোম ও রোমের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রাধান পেয়েছে—Not tthat I lov'd Caesar less, but that i lov'd rome more. As Caesar lov'd me, I weep for him, but as he was ambitous I slew him. There is there is tears for his love. joy for his, fortune, honour for his valour. and death for his ambition.

আর এই ডুয়ালিটিই আরও ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে কোরিওলেনাস চরিত্রে। বেচারি না পেয়েছে নিজেকে বুঝতে, না পেরেছে দেশের মানুষকে বুঝতে। রোমের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃত্বে বসেছে। অথচ রাজনীতির কলুষভরা জগতের কোনও খবরই সে রাখেনি। পলিটিক্স্ জিনিসটা যে কত মিথ্যে, কত ব্লাফনির্ভর, তা সে বুঝতেই চায়নি। যেমন চায়নি জনতাকে মিথ্যে তোয়াজ করতে। গরিবদের ইগোও যে ইগো, তাকে যে যখন তখন আঘাত করতে নেই, তা সে বুঝতেই পারেনি। ফলে রাজনীতির ঘূর্ণী -আবর্তে পড়ে ধূর্ত রাজনীতিকদের হাতে সমানে নাজেহাল হয়েছে। অতবড় মাপের মানুষ! তবু কি ভীষণ মিস্‌ফিট্ হয়ে গেছে। বেচারি না পেরেছে দেশের কাজ করতে, না পেরেছে দুঃসময়ের বন্ধু বিদ্রোহীদের স্বার্থরক্ষা করতে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে দেশপ্রেমিক হয়েও তাকে দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। আবার বিজয়ী হয়েও রোমের দরজা থেকে ফিরে গেছে। মায়ের কতা অমান্য করতে পারেনি। প্রকৃত বড় মনের মানুষ হলে যা হয়, প্রতিহিংসা ও প্ররোচনার হাজারও কারণ সত্ত্বেও, এমনকী শত্রুদের বাগে পেয়েও বেপরোয়া বেশরম যুদ্ধবাজের মতো আচরণ করেনি। বরং ভল্‌সিক্যান বিধবা, অনাথ ছেলেমেয়ে, পুত্রহারা মা-বাপের মর্মান্তিক কষ্টের কথা ভেবে রোমানদের মধেও সেই নিদারুণ শোকাবহ অবস্থাটা এড়াতে চেয়েছে। যা অনিবার্যভাবেই বিদ্রোহীদের কাছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছে এবং তারা তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে।

আবার মনুষ্যচরিত্রের এই স্ববিরোধিতা। ভাল - মন্দের এই দ্বন্দ্বটাই মস্ত হাসির ব্যাপার হয়ে ওঠে, যখন কিপটে কড়া মনিবকে ছেড়ে যেতে শাইলকের চাকায় Launclot বিবেকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে— Certainly the Jew is the very devil incarnation; and my conscience bur a hard conscienee...to counsel me to stay with the jew. the fiend gives more friendly conucel. I will run. fiend, mi heels are at your commandment. (The Mercandt of Venice)

উন্মাদ বা পাগলের মনস্তত্বেও শেক্সপিয়ারকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। প্রথমে লেডি ম্যাকবেথের কথা ধরা যাক। নাটকের শুরতে যে মহিলা প্রস্তরকঠিন হৃদয়ে পিতৃসম বৃদ্ধ রাজাকে খুন করতে সামনে দুর্বুদ্ধি ও দুঃসাহস যুগিয়েছে, পরে সেই মানুষটি নিজেই কী রকম ভেঙে পড়েছে। অপরাধবোধ এবং অনুতাপের দাহ যে কী ভীষণ মর্মবিদারী হতে পারে তা বোঝা যায় যখন সেই উন্মাদিনী দীপ হাতে রাতভর প্রসাদের এক অলিন্দ থেকে আর এক অলিন্দে ঘুমচোখে পদচারণা করে। (Sleep walking scene im Macbeth)। অথবা সেই নিদারুণ আক্ষেপ—All the perfumes of Arabia will not Sweeten this little hand.

আবার উগ্রমানববিদ্বেষ টাইমনের উন্মত্ততাকে একটা অতিমানবিক মাত্রা দেয় যখন তিনি গ্রিক সেনাপতির পরিষতাকে বলেন— They love thee not, that use thee. Give them diseases. অথবা দস্যুদের দস্যিপনায় প্ররোচনা দেন— Has almost charm'd me from my profession by pursuding me to it. (Timon of Athens)

এমনই বিস্ময় হ্যামলেটের Pretended madness বা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল। ধূর্ত রাজা কিন্তু ঠিকই বুঝেছিল– What he spoke, it lacked form a little, was not like mandness. Ther's something in his loul o'cr which his melancholy sits on brood. মন্ত্রীত্ব স্বীকার করেছিল–Though this be madness. yet there is method in it.

পাগলামি সাধারণ ট্রাজেডির উৎস হতে পারে না। কিন্তু কিং লিয়ারের ট্রাডেডিতে তা একটা বাড়তি মাত্রা দিয়েছে। মানসিক ভাবসাম্য হারিয়ে বৃদ্ধ কেবল ভাঁড়ার জায়গা দখল করে করুণ কৌতুক সৃষ্টি করেননি, নাটকের ট্র্যাজিক কারণও বাড়িয়ে দিয়েছেন। একই ব্যাপার ঘটেছে হ্যামলেট নাটকে ওফেলিয়ার ক্ষেত্রে। তবে তার পাগলামি উপস্থাপনায় কৌতুকের জায়গা নিয়েছে দুর্ভাগিনীর কান্নাভেজা গালগুলো।

১। Before you tumbled me, you promise to wed.

২। O, how the wheels become it!

It is the false stward that stole his master's daughter.

৩। Ther's rosemery, that's for remembrance; And ghere's pansies. that's for thoughts.

তিনি

এখানে যেমন কল্পনার ভূমিকা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তেমনই আমাদের পরিচিত পৃথিবীর গতানুগতিক বাস্তবতার বদলে লেখকের শিল্পিত রূপান্তরকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কবিকীর্তি তথা সাহিত্যের এই বিশেষ নির্মাণরীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে Tempest নাটকে প্রস্পেরোর যাদু দন্ডটি। আবার লেখার লেখনরীতি যতই ভাল হোক, লেখার স্বচ্ছতাও অত্যন্ত জরুরি। যা As You Like It নাটকের নায়িকা বলার চেষ্টা করেছে—

A good play needs no prologue.

শেক্সপিয়ারের মতো সাহিত্য হল Abstract and brief chronicles of the time. কল্পনার বাহার যেন সত্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কেননা আর্টের কাজ লজ to hole miror upto nature.(Hamlet) আর এজন্য হ্যামলেট অভিনেতাদের অতিঅভিনয় করতে বারণ করেছে। বলেছেন—suit the action to the word, the word to the action.

আর একটা জিনিস। নাট্যজগতের একেবারে অন্দরমহলের লোক হওয়াতে শেক্সপিয়ারের ব্যবহারের গুনে Stage, play, player প্রভৃতি শব্দগুলো অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। যেমন, ম্যাকবেথের সেই মর্মবিদ্যরী আক্ষেপে ...a poor player

That struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more.

অথবা As You like It নাটকে জ্যাক্সের কথায়—

All the world's stage
And all the men and women mercly players.
The have their exits and entrances.

কিংবা ক্লিওপেট্রার সেই অবিস্মরণীয় সংলাপে—the quick Comedians Extemporally will Stage, and Present our Alexandrian revels; Antony shall be brought drunken forth, and I shal see some squeaking Cleopetra boy my greatness In th' Posture of a whore. (Antony and Cleopetra)

এখানে কল্পনার বিস্তার মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনালাভ করেছে।

চার

ইতিহাসচেতনা

(ক) রেনেসাঁর বিস্ময়। ভাগ্য ভগবান অদৃষ্ট নির্ভর অসহায়তা এবং অজ্ঞতাজাত ভীরুতা ঝেড়ে ফেলে পশ্চিম ইউরোপের কিছু দুঃসাহসী মানুষ তখন অজানা অচেনার টানে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং অমিতবিক্রমে অনাবিষ্কৃত রত্নরাজির সঙ্গে নানা দেশে সঞ্চিত জ্ঞানবিজ্ঞানের মণিমাণিক্যও তুলে আনছে। আর মানুষের সামনে একের পর এক বিস্ময় জমা হচ্ছে। শেক্সপিয়ার বিষয়টা ধরেওছেন চমৎকার এবং অনবদ্য ভঙ্গিমায়। যেমন ডুবন্ত জাহাজের আরোহীদের দেখে নির্জন দ্বীপবাসিনী মিরানডার অপার বিস্ময়ে।

How many godly creatures are here!
How beauteous mankind is! O brave New World!
That has such people in it. (Tempest)

(খ) যুদ্ধ জয়ের রণকৌশল।

Discretion is the better part of valour. (King Henry Fourth)

পরিস্থিতি অনুযায়ী শক্তি বিচার করে লড়াই করা বা না করা অথবা এড়িয়ে যাওয়া যে শৌর্যের শ্রেয়তর অংশ, তা এখন সমরবিজ্ঞানের বহুল স্বীকৃত নীতি। যদিও কথাটা কপট বীর ফলস্টাফ তার ভীরুতার সাফাই গাইতে বলেছিল এবং অজান্তে প্রচরু কৌতুক সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন কিন্তু একই কথা বলেছেন। তাঁর বিজয়ী বাহিনী তখন গোটা ইউরোপ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর যুদ্ধজয়ের রহস্য জানতে চাওয়া হলে সকৌতুকে বলেন—ভেরি সিম্প্‌ল! যুদ্ধে জয় যখন সুনিশ্চিত কেবল তখনই তিনি যুদ্ধে ঝাঁপান। নচেৎ যুদ্ধ এড়িয়ে যান। কেননা যুদ্ধজয়ের রহস্য একটাই—বিশেষ সময়ের বিশেষ জায়গায় প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়া। পরে তিনি নিজেই বিজয়দম্ভে এই সহজসত্য উপেক্ষা করে প্রথমে রুশ যুদ্ধে, পরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। আমাদের দেশেও পাঠান মোগলদের বিরুদ্ধে শিবাজীর সাফল্যের বড় কারণ তাঁর তুখোড় সামরিক বুদ্ধি। ফলস্টাফের ভাষায় তা .Discretion.

(গ) মহাপুরুষ বিচার।Some men are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust on them.

Twelfth Night নাটকে একটি কমিক এইপসোডে এই মন্তব্যটা নিছক মজা করতে করা হলেও শেক্সপিয়ার সম্ভবত অজান্তে এমন এক দুর্ধর্ষ দার্শনিক বক্তব্য রেখেছেন, যা নানা দিক থেকেই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে শেষ অংশটি।

দেখা যাচ্ছে, শেক্সপিয়ারের মহাপুরুষ বিচার যেমন নির্ভুল, তেমনই সুদূরপ্রসারী। আর তা নিয়ে ইতিহাসে কত

না নতুন নতুন মজা জমা হচ্ছে। যা একটি মনে রাখার মতো দৃষ্টান্ত নির্বাচিত সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস থেকে অপসারণ এবং অভাবনীয় বেইজ্জতি। আর তা দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে গান্ধীজির পাশাপাশি পণ্ডিত নেহরুকে বড় করতে এবং সুভাষচন্দ্রকে ছোট করতে দেশি-বিদেশি মিডিয়াকেই কেবল কাজে লাগানো হয়নি, জনমনে সুতীব্র ফ্যাসিস বিরোধী মনোভাবকেও সুকৌশলে কাজে লাগানো হয়। সুভাষচন্দ্রকে সর্বসমক্ষে হেয় করতে কেউ তাঁকে দেশদ্রোহী কুইসলিং বলেছেন, কেউ হিটলরের চর, তোজোর কুকুর বলেছেন।

আসলে বড় ও ছোট করার এই কায়দাটা বিশেষ সুবিধাভোগীদের স্বার্থে এদেশে বহু যুগ ধরে চলে আসছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কিছু লোক ঈশ্বরের অত্যুচ্চ আসনে বসিয়েছেন। তেমনই কেউ কেউ লম্পট রাজপুরুষ সাজাবার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়েও সেই একই রসিকতা। কে তাঁকে অর্থলোভী পুস্তক ব্যবসায়ী বলেছেন, কেউ মনুষ্যদ্বেষী বলেছেন, কেউ আবার ইংরাজ সরকারের সেবাদাস আমলা বলেছেন।

পাঁচ

এ বিষয়ে শেক্সপিয়ারের অবদান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁকে বাদ দিয়ে আইন আদালত, জজ-ব্যারিস্টার, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, করাও চলার উপায় নেই।

(ক) The law's delay (হ্যামলেট)

কথা ছোট। কিন্তু সমগ্র বিচারব্যবস্থাকে হাস্যকর করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। বিলম্বিত বিচার কেবল অপরাধীদের উৎসাহের কারণ হয় না, অপরাধপ্রবণতাও বাড়িয়ে দেয়। আইনশৃঙ্খলার সমস্যাও জটিল থেকে জটিলতর হয়। তার উপর আজকের এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যুগে যেভাবে অর্থ ও পেশীবলের দাপটে অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে শুধু বিচারব্যবস্থা নয়, নাগরিকের নিরাপত্ত, এমনকী জাতীয় নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

(খ) More Sinned against than sinning. (কিং লিয়ার)

বৃদ্ধ রাজা নিজের দুর্গতির কথা বলতে গিয়ে এক নিদারুণ সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিআকর্ষণ করেছেন। আধুনিক বিচারব্যবস্থায় এ এক যুগান্তকারী সংযোজন। এতে অভিযুক্তের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। কেননা প্রায়ই দেখা যায়, অভিযুক্তের অপরাধের চেয়ে তার বিরুদ্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরাধ অনেক বেশি। আর সম্ভবত এ জন্যই বার্নাডশ নিজে আটের লোক হয়েও More Sinned against than Sinning. কে অত গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(গ) দয়া বা করুণা সম্পর্কে Merchant of Venice নাটকে নায়িকার সেই অবিস্মরণীয় উক্তি—

The quality of mercy is not strained;
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath. It is twice blesst;
It blessath him that gives, and him that takes.

দয়া বা করুণা করলে করুণাপ্রাপ্তই ধন্য হয়—যুগ যুগ ধরে এই ছিল প্রচিলত ধারণা। কিন্তু শেক্সপিয়ার আমাদের নতুন কথা শুনিয়েছেন। ধরুণা করলে করুণাকারীও বঞ্চিত হন না। ক্ষমাপ্রদর্শনেও এক ধরনের বিরল আনন্দ আছে। তবে তা বুঝিয়ে বলার নয়। শুধু অনুভব করা যায়।

ছয়

(ক)It is excellent to have a giant's strength, But it is tyranous to use it like a gian. (Measure for Measure)

সত্যি কথা বলতে কি, শক্তিশালী হওয়া তো দোষের নয়। শক্তির অপব্যবহারই হল দোষের। যা যুগে যুগে অত্যাচারী শাসকরা করে আসছে। তবে নৃশংসতার সব রেকর্ডই সম্ভবত ভেসে গেছে ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে। আমাদের দেশে যে ভুলটা হয়েছে, জাতীয় প্রগতির স্বার্থে যখন দুষ্টের দমন এবং দুর্বল। গরিব গোবেচারাদের রক্ষার জন্য শক্তিচর্চার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত জরুরি, ঠিক তখনই বেদান্তের বৈরাগ্য ও বুদ্ধের অহিংসা তত্ত্বের প্রভাবে সামরিক শক্তিচর্চার বিষয়টি লাগাতার উপেক্ষিত হয়েছে। ফল হয়েছে এই, বিদেশি আক্রমণে এ দেশীয় রাজাদের বারংবার পরাজয় ঘটেছে। সবাই যে পৃথ্বীরাজ চৌহানের মতো জ্ঞাতিশত্রুর জন্য হেরেছেন তা নয়, সামরিক দুর্বলতার জন্যই হেরেছেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের শৌর্য - বীর্যের অভাব ছিল না। সেনাবাহিনীও ছিল বিরাট। তা সত্ত্বেও বাবরের সংখ্যালঘু কামান ছিল, যা সংগ্রাম সিংহের ছিল না।

(খ) All that glitters is not gold. (The Merchant of Venice)

যদিও প্রবাদ আকারে কথাটা ব্যবহার হয়েছে, নাটকের মূল কাঠামোর সঙ্গে তা কিন্তু মানিয়েও যগেছে। স্পষ্টতই পোর্শিয়ার বাবা জামাতা নির্বাচনে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে মা-মরা মেয়েটা যাতে স্বামী তথা জীবনসাথী নির্বাচনে কোনওরকম ভুল করে না বসে, তার জন্য এমন একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন, যাতে তথাকথিত বংশকৌলীন্যের বদলে শুভবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বেসোনিওর মধ্যে যথেষ্টই ছিল। এবং সে মৃত শ্বশুরের রেখে যাওয়া ধাঁধার উত্তর ঠিকই খুঁজে বার করেছিল।

There is no vice so simple but assumes some marks of virtue on outward parts

The Seeming truth which cunning themes put on To entrap the wisest.

আর তাই সে সুদৃশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের আপাত ঔজ্জ্বল্য উপেক্ষা করে সঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল।

(গ)Virtue is bold, goodness never fearful. (Measure for Measure)

সত্যিকার ভালমানুষির সঙ্গে সৎ সাহস অঙ্গাঙ্গি জড়িত। যেমন জড়িত দুর্নীতির সঙ্গে ভীরুতা, গোপনীয়তা। সাচ্চা মানুষের মনের জোর বেশি। সে জন্য সৎ সাহসেরও অভাব হয় না।

(ঘ) How far that little candle throws its beams!
So shines a good deed in a naughty world.

Merchant of Venice নাটকে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর কবল থেকে স্বামীর প্রিয়তম বন্ধুকে বাঁচাতে পেরে পোর্শিয়া যে অকল্পনীয় স্বস্তি ও সুখ অনুভব করেছিল, তারই সুন্দর ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ এই উক্তিটি। কেননা কেবল অ্যান্টনিওর প্রাণরক্ষা নয়, পোর্শিয়া নিজের ও স্বামীর জীবনের যাবতীয় সুখ শান্তি আনন্দকেও রক্ষা করেছে। তাদের আত্মীয় বন্ধু পরিচিত প্রিয়জনকেও কত না ভীষণ শোকসন্তাপ থেকে বাঁচিয়েছে। বাস্তবিক ভাল কাজের মহিমা অপরিমেয়। আমাদের এই অশেষ দুঃখের দুনিয়ায় তার কল্যাণময় স্পর্শ দীপশিখার স্নিগ্ধ আলোর মতো অজান্তে কত না ঔজ্জ্বল্য ও মাধুরী ছড়ায়!

'This not enough to help the feeble up.
But to support him after. (Timon of Athens)

(চ) Cowards die many times before death.
The valiant never taste defeat but once.
(Julius Caesar)

মৃত্যু সম্পর্কে এমনই নির্ভীক অবস্থান হ্যামলেটেরও— If it (death) be not now, yet it will come. The readiness is all.

সাত

মানুষের জীবনরক্ষা

(ক) যে-লোক রাজসিংহাসন দখলের জন্য এমন কোনও শয়তানি নেই যা করেনি, দানবীয় নৃশংসতার রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, সেই লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া হারিয়ে ধরা পড়ে মরার ভয়ে কি ভীষণ ব্যাকুলতাই না প্রকাশ করেছে কেবল একটা ঘোড়ার জন্য। কবি ধরেওছেন অবিস্মরণীয় কৌতুকে—A horse! a horse! My Kingdom for a horse. (King Richard the third)

(খ) Twelfth Night নাটক Faester ডিউককে বলেছিল—তার বন্ধুর চেয়ে শত্রু ভাল। তার এই অদ্ভুত কথার কারণ জানতে চাওয়া হলে রসিকমানুষটি জবাব দিয়েছিল— Marry Sir, they (friends) praise me and make an ass of me. no my foes tell me plainly I am an ass. So by my foes I profit in the knowoedge of myself, and by my frends I am abused...why then worse for my friends, and better for my foes.

(গ) রাজকুমার Percy বা Hotspur -এর স্বপ্ন ছিল ইংলন্ডের রাজা হবার। বীরও সে কম ছিল না। ভেবেছিল যুবরাজ হেনরিকে সরিয়ে সে রাজা হবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সেই হেনরির হাতেই সে মারা পড়ল। তার সেই মৃত্যুর মুহূর্তটা ধরা হয়েছে অকরুণ আয়রনিতে King Henry Fourth নাটকে।

Hotspur. O Harry,... I better brook the loss of brittle life,
Then those proud titles thou hast won of me.
They wound my thoughts worse than thy sword.
But thoughts, the salves of live, and life, time's fool,
And Time, that takes survey of all the world,
Must have a stop...So percy, thou art dust
and food for...(Dies)
Prince. For worms, brave Percy. Fare theee wello.

(ঘ) Much ado about Nothing নাটকের একটি দৃশ্য। প্রহরীদের নৈশপাহারা শুরু হচ্ছে।

Dobgerry. you shall comprehend all vagrom men; you are to bid any man stand in the Prince's name
2nd watch. How, if 'a will not stand?'
Deogberr. Why, then, take no note of him but let him go; and presently call the rest of the watch thgether, and thank God you re rid of a knave.

সর্দার প্রহরী ডগবেরি সন্দেহজনক লোকদের আটকানো দূরে থাক, তাদের নির্বিঘ্নে পালানোর সাফাই গেয়েছে। দুর্বৃত্তদের ধরলে সেসব ঝামেলায় পড়তে হত, তা থেকে রেহাই পাবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে প্রস্তুত। সরকারি কর্মচারীদের ফাঁকিবাজি নিয়ে বিরল এক কৌতুক।

(ঙ) ভিয়েনা শহরের নতুন প্রশাসক কার্যভার গ্রহণ করেই বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে দেন। শহরের বেশ্যাগারগুলিও তুলে দেবার হুকুম হয়। হুকুম অমান্য হলে চরম দণ্ডে হুমকি। একটি বেশ্যাগারের মালকিন হুকুম শুনে প্রমাদগণে। কারণ তাঁর

বাড়ির মেয়েদের কাচ্চা-বাচ্চা আছে। তিনি ভেবেই পান না, তাদের নিয়ে এখন কী করবেন, কোথায় যাবেন, কী করে বাচ্চাদের বাঁচাবেন। কিন্তু তাঁর দালাল ছোকরাটি ছিল তুখোড় ভূয়োদর্শী। সে মালকিনকে অভয় দিতে বলে, তাদের কাজকারবার নিষিদ্ধ কেবল শহরে, শহরতলিতে তো নয়। সুতরাং সকলকে নিয়ে শহরতলি চলে যাওয়াই ভাল। তার যুক্তিও জবরদস্ত। Good counsellors lick no clients. অর্থাৎ ভাল উকিলের যেমন মক্কেলের অভাব হয় না, তেমনই তাদের কারবারেও খদ্দেরের অভাব হয় না।

কতকাল আগেকার কথা। তবু রসিক কবি মজাটা ঠিকই ধরেছেন। (Measure for Measure)

(চ) এমনই অপ্রত্যাশিত বিস্ময় As You Like It নাটকে নায়িকার সময় বিচারে।

Orlando. Who doth he trot withal?

Rosalind. Mary, he trots hard with a young maid between the contract of her marriage and the day it is Solemnized. If the interim be under six nights, Time's pace is so hard that it seems the length of seven years.

Orlando. Who Time ambles withal?

Rosalind With a priest that lacks Latin and a rich me that hath not the gout. For the one who sleeps easily because he cannot study, and the other lives merrily because he feels no pain. The one lacking the burden of wasteful learning, and the other knowing no burden of heavy tedious penury...

Orlando. Who doth he gallops withal?

Rosalind. With a thief to the gallows; for though he goes softly as foot can fall, he thinks himself too soon there.

দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যে আপেক্ষিত তত্ত্বের প্রথম উদ্‌গাতা একজন কবি। বিজ্ঞানে যা আনতে আইনস্টাইনের আরও তিনশো বছর লেগেছিল।

(ছ) ওই একই নাটকের আর একটি সংলাপে আমাদের এই অতি পরিচিত দুনিয়াটাই একটা চলমান রঙ্গশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত Jacques-এর Seven Ages তত্ত্বে—

...At first the infant...Then the whinning school boy...And then the lover, sighing like furngce, with a woeful ballad...Seeking the buble reputation.... The sixth stage slips into lean and slipper'd pantaloon...Last scene of all, that ends this eventful history, is Second childishness, and mero oblivion : Sans teeth, Sens Eyes, sans taste, Sans everything.

ধাত্রীর কোলে কুঁকড়ে থাকা শিশুর বিড়ালছানার মতো মিউ মিউ করা, স্কুলে যাবার অনিচ্ছায় বালকের নানান বাহানা, তারপর যৌবনে যোদ্ধার সাজে কামানের সামনে দাঁড়িয়েও গর্ব ও গৌরবের আস্ফালন, সবশেষে বার্ধক্যের চিরপরিচিত রঙ্গ — কৈশোরে যৌবনে প্রকৃতি যে শক্তি সৌষ্ঠব ও সোন্দর্যের বাহারে সাজিয়ে দিয়েছিল, তাই সে এবার একে একে নিঃশব্দে কেড়ে নেয়।

(জ) জনতাকে নিয়ে রঙ্গ।Julius Caesar নাটকে জনতার আচারআচরণ আগাগোড়া কৌতুকময় বৈপরীত্যেভরা। সমস্ত কাজ ফেলে যারা একদিন সিজারকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল, পরে তারাই আবার ব্রুটাসের বাগ্মিতায় ভুলে সিজারের হত্যাকান্ড সমর্থন করেছে, এমনকী হত্যাকান্ডের নেতা ব্রুটাসকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছে—Let him be Caesar, যা নিদারুণ পরিহাসের মতো শুনিয়েছে। অথচ সামান্য কিছুপরেই অ্যান্টনির লোকখেপানো চাতুর্যে ভুলে ব্রুটাসদের বিরুদ্ধে খেপে গেছে। তাদের রোম ছাড়া করেছে। এমনকী ষড়যন্ত্রী ঘাতক cina না পেয়ে কবি cina কেই মারতে উদ্যত হয়েছে— Tear him, tear him for his bad verses.

Coriolanus নাটকেও সেই একই রঙ্গ। নেতাদের কথায় জনতা ঘন ঘন ভূমিকা বদল করেছে। বাস্তবিক তাদের নিয়ে দুই নেতা একরকম ছেলেখেলা করেছে। যে লোকগুলো কোরিওলেনাসকে কনসাল নির্বাচনে অত আগ্রহ দেখিয়েছিল, নেতাদের কথায় তারাই এবার ভয়ঙ্কর খুঁতই ধরতে শুরু করল।

He mocked us when he begged our voices.

He used us scornfully.

নেতাদের কথায় তারা এতই প্ররোচিত হয়েছিল যে তারা নির্বাচিত কনসালের কেবল মৃত্যু চায়নি, পরে নেতাদের কথায় জনশত্রু আখ্যা দিয়ে তাঁর নির্বাসনেও সায় দিয়েছে। কিন্তু রোম আক্রান্ত ও প্রচন্ড বিপন্ন হয়ে পড়লে তারা অবশ্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তবে তার সঙ্গে অতি নির্লজ্জভাবে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তির সাফাই গেয়েছে।

1.Citizen. When I said banish him, I said, it was Pity.

2. Citizen. And so did i.

3. Citizen. Also did I. That we did, We did for the best, And though we willingly consented to his banishment, yet it was aganinst our will.

জনতার এই অস্থিরমতি চরিত্র কেন? রাজনৈতিক চেতনার অভাব? নিজেদের ভাল-মন্দ/শত্রু মিত্র বোঝার অক্ষমতা? অত্যধিক স্বার্থচিন্তা অথবা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে দেশের ও দশের বৃহৎ স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার প্রবণতা? মনে হয় এর সব কিছুই কম বেশি দায়ী। মজার কথা, আমাদের কালেও তথাকথিত শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যেও

ওইসব ত্রুটিবিচ্যুতি বেশ লক্ষ করা যায়। কবিও সেকালের রোমান জনতাকে দোষ দেয়নি। কেবল কৌতুকময় ব্যঞ্জনায় জনতার আচার-আচারণের অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। আর এজন্য অ্যান্টনির মখে এমন এক দুর্ধর্ষ বক্তৃতা বসিয়ে দিয়েছেন, যা দেশে দেশে জনমোহিনী বাগ্মিতার মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবিক নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে জনগণের আবেগকে কীভাবে কৌশলে কাজে লাগানো যায় তার এক নিখুঁত নিদারুণ ভীতিপ্রদ নিদর্শন এই বক্তৃতা। অ্যান্টনি কেবল সিজারের ক্ষতচিহ্ন এবং উইলকেই কাজে লাগায়নি, ব্রুটাসের বক্তৃতাও কাজে লাগিয়েছেন এবং ইচ্ছে করে বারবার একই কথা বলেছেন—And Brutus is an honourable man.

Irony-র এরকম বিধ্বংসী ব্যবহার বিশ্বসাহিত্যে আর একটিমাত্র লেখায় দেখা যায়—ফরাসি মনীষী ভলটেয়ারের Candid উপন্যাসে, যাতে নায়কের জীবনে একের পর এক অতীব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে। তবু সে গুরুবাক্য স্মরণ করে প্রতিবারই নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছে— ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য।

আট

প্রতিবাদী ভাবনা

স্পষ্টতই জীবনের কঠিন কঠোর বাস্তবতার নানান উপাদান শেক্সপিয়ারের লেখায় হাজির। কবির ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ভাষার গুণে বক্তব্যও বেশ জোরালো। যেমন Hamlet নাটক the Proudman's contumely, the insolence of office, the oppressor's wrong. the law'sdelay. কিংবা কিং লিয়ারের মুখে more sinned against than sinning. অথবা Timon of Athens নাটকে নির্বাসিত সৈনিকের সেই ক্ষোভ— Banish me! Banish your dotage. Banish usury that makes Senate ugly. অথবা The Merchant of Venice নাটকে খ্রিস্টানদের ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে শাইলকের সেই অতিমানবিক বিস্ফোরণ—Hath not a Jew eyes?...If you Prick us do we not bleed'?...If you poison us do we not die? And if you wrong us shall we not revenge? যেসব ভাবনা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মেকিয়াভেলির তত্ত্বের জনবিরোধী চরিত্রটা তখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে শেক্সপিয়ারের লেখায় দেখা যায় মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের সুপরিকল্পিত নষ্টামি। ইয়াগো, এডমাণ্ড, ক্লডিয়াসদের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক, সবাই কিন্তু ধূর্ত চূড়ামণি, অন্যের দোষ দুর্বলতা কাজে লাগাতে ভীষণ ওস্তাদ। যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এমন কোনও শয়তানি নেই, যা পারে না। সম্ভবত ওদের সর্বনেশে ভূমিকা ভেবেই As you Like It নাটকে Amiens অরণ্যবাসের সাফাই গাইতে গেছিল—

Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

শেক্সপিয়ারই সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম এমন একটি চরম অপ্রিয় সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাস্তবিক মানুষের জীবনে দুঃখ দুর্ভোগে প্রকৃতির কিছু ভূমিকা থাকে ঠিকই, কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নষ্টামির সংগঠিত শত্রতার তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

অন্যরকম অভিজ্ঞতাও আছে। যাতে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নষ্টামিকে ছাপিয়ে গেছে অজ্ঞতা ও আবেগজনিত বিভ্রান্তি। যেমন দুই পরিবারের ভুয়ো আভিজাত্যগর্ব এবং মিথ্যে রেষারেষির এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন Romeo and Juliet নাটকটি। ম্যাকবেথের ট্র্যাজেডি তো তার নিজেরই দোষে, তার অন্যায় অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাড়াবাড়িতে। লিয়ার এবং টাইমন যেমন অকৃতজ্ঞতার শিকার, তেমনই তাদের আবেগজনিত বিভ্রান্তিরও শিকার। ওথেলো ডুবেছে তার সরলতার জন্য এবং তার চিন্তাশূন্যতা, ঈর্ষা ও ক্রোধোন্মত্ততা প্রলয়ঙ্করী হয়েছে।

নয়

সবশেষে আর একটা কথাই বলব

শেক্সপিয়ারের নাটকে বাস্তবজীবনের নিষ্ঠুর নিদারুণ ছবি থাকলেও Mayor of Castebridge উপন্যাসের লেখকের মতো তিনি কোনও বিষণ্ণতার তত্ত্ব আমদানি করেননি। বরং এমন এক সুন্দর সরস বিপুল বৈচিত্রভরা বর্ণাঢ্য জীবনচিত্র এঁকেছেন, যাতে বাস্তবের তিক্ততা ও কদর্যতা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্ব ও মাধুর্যের অন্বেষণ। আর এজন্য এমন এক অপরূপ লিখনশৈলির আশ্রয় নিয়েছেন, যাতে অত্যন্ত করুণ কাহিনিও শেষ হয়েছে অকল্পনীয় মাধুর্যে। তথাকথিত কদাকার (violence) ভায়োলেন্সও যে কি বিস্ময়মাধুরী সৃষ্টি করতে পারে ম্যাকবেথ ও ওথেলো না পড়লে তা বোধহয় জানা যেত না। তবে তার জন্য কবির প্রতিবাদী ভাবনা কিন্তু চাপা পড়ে যায়নি। তা যে কত তীব্র তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার দরকার নেই। তবে সবকিছু রয়ে গেছে আভাসে। কারণ নাটক এমন এক ধরনের শিল্পমাধ্যম, যাতে কবির নিজের মতামত জানানোর সুযোগ প্রায় নেই বললে চলে। আর এমন একটা সময়ে কবি লিখেছেন, যখন কথায় কথায় কত না তুচ্ছ কারণে, এমনকী রাজরাজড়ার খেয়ালেও লেখকের মৃত্যুদণ্ড হত। কবিরাও বাদ যেতেন না।